সিরিয়ার বিমানঘাঁটিতে ইসরায়েলি হামলা অযৌক্তিক: সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ আল-শাইবানী। ছবি: সংগৃহীত

সিরিয়ার আবু আল-দুহুর বিমানঘাঁটিতে ইসরায়েলের সাম্প্রতিক হামলার কোনো কারণ ছিল না বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদ আল-শাইবানী। বিমানঘাঁটিতে তুরস্কের সামরিক ঘাঁটি তৈরির কাজ চলছিল—ইসরায়েলের এমন দাবিও তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম এক্সিওসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আল-শাইবানী বলেন, আবু আল-দুহুরে তুরস্কের কোনো সামরিক ঘাঁটি করার পরিকল্পনা ছিল না। সেখানে তুর্কি সেনা স্থায়ীভাবে রাখারও কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি।

তিনি জানান, বিমানঘাঁটিটি অনেকটাই ফাঁকা ছিল। যুদ্ধের সময় ক্ষতিগ্রস্ত রানওয়ে ও অন্যান্য স্থাপনা মেরামতের কাজ চলছিল। এসব সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল ভবিষ্যতে সিরিয়ার বিমানবাহিনীর ব্যবহারের জন্য ঘাঁটিটি প্রস্তুত করা।

হামলার কয়েক দিন আগে সেখানে তুরস্কের সামরিক কর্মকর্তাদের যাওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করেন সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী। তবে তার দাবি, এটি ছিল নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও সামরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের অংশ। সৌদি আরব, জর্ডান, কাতার ও রাশিয়ার সঙ্গে সিরিয়ার যে ধরনের সহযোগিতা রয়েছে, তুরস্কের ক্ষেত্রেও একই ধরনের যোগাযোগ ছিল।

আল-শাইবানী বলেন, সিরিয়া একটি স্বাধীন দেশ। তাই তুরস্কসহ অন্য দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখার অধিকার দামেস্কের রয়েছে।

তিনি আরও জানান, ইসরায়েলের কর্মকাণ্ড নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও সিরিয়া কথা বলেছে। দামেস্কের মতে, তেল আবিবের বর্তমান নীতি সিরিয়া বা মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিশীলতার জন্য কোনো ইতিবাচক ফল বয়ে আনছে না।

সিরিয়া নিরাপত্তা নিয়ে সমঝোতায় যেতে আগ্রহী বলেও জানান আল-শাইবানী। তবে উত্তেজনা কমানোর দায়িত্ব শুধু সিরিয়ার নয়, সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকেই এ ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।